পার্বত্য চট্টগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিয়ন্ত্রণে সরকারের নতুন বিধি-নিষেধ : হিউম্যান রাইটস ফোরামের গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা

অবিলম্বে এ বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করা হোক

[ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫] দেশী-বিদেশী যে কারও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সঙ্গে বৈঠকের এবং বিদেশীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে গমনের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নতুন বিধি-নিষেধ আরোপের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে ১৯টি মানবাধিকার সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ফোরাম "হিউম্যান রাইটস ফোরাম, বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)"। সেই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বাত্মক সহযোগিতার সিদ্ধান্তেও ফোরাম উদ্বিগ্ন। ফোরাম_অবিলম্বে এসব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে।

গত ৭ জানুয়ারি ২০১৫, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, বিদেশী নাগরিকগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণ করতে চাইলে অন্তত একমাস পূর্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতির জন্য আবেদন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থার ইতিবাচক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় অনুমতি প্রদান করবে। অনুমতিপ্রাপ্ত বিদেশী নাগরিকগণ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক অথবা পুলিশ সুপারের নিকট তাদের ভ্রমণসূচী দাখিল সাপেক্ষে ভ্রমণ করবেন। কূটনৈতিকগণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণ করবেন। বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, দেশী বা বিদেশী যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের সঙ্গে দেখা বা বৈঠক করতে চাইলে স্থানীয় প্রশাসন এবং সেনাবাহিনী বা বিজিবির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। সভায় বলা হয়- বিজিবি কর্তৃক বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি) স্থাপনের জন্য বন বিভাগ থেকে জায়গা চাওয়া হলে সে বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহযোগিতা করবে। এই সিদ্ধান্তসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য অবমাননাকর, বৈষম্যমূলক এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন। এসব সিদ্ধান্ত আদিবাসী ও স্থানীয় অধিবাসীদের ভূমিসংক্রান্ত সমস্যা ও বিরোধকে আরও জটিল করে তুলবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(১) অনুযায়ী-'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না'। উপরন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় প্রশাসন ও সেনাবাহিনী বা বিজিবি-এর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আদিবাসীদের প্রতি স্পষ্ট বৈষম্য এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯-এ বর্ণিত নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করবে।

জাতিসংঘের সর্বজনীন পুনর্বীক্ষণ প্রক্রিয়ায় (ইউপিআর) ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত শুনানীকালে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জোরালোভাবে বলা হয়েছিল যে 'পার্বত্য চুক্তির অধিকাংশ বিষয় ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে'। বাস্তবতার নিরিখে নাগরিক সমাজ সরকারের এই দাবির সঙ্গে একমত হয়নি। আমরা বলতে চাই, সরকারের এই সিদ্ধান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার, মতপ্রকাশের, চলাফেরার, সংগঠন এবং সমাবেশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণে সরকারের একটি অংশের, বিশেষ করে আইন–শৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার বৈষম্যমূলক মনোভাবের প্রকাশ। ৭ জানুয়ারির সিদ্ধান্তসমুহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের অঙ্গীকারকে পুনরায় প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

আমরা অবিলম্বে প্রকাশ্য বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে এসব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি সংসদ সদস্য, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যমসহ সবাইকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহবান জানাচ্ছি।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mohila Parishad (BMP), Boys of Bangladesh (BOB), FAIR, Karmojibi Nari (KN), Kapaeeng Foundation, Manusher Jonno Foundation (MJF), National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nagorik Uddyog, Naripokkho, Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB)